ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৬ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

আন্তর্জাতিক সম্মেলন সিটি, বসুন্ধরা, ঢাকা, বুধবার, ০৪ কার্তিক ১৪২৩, ১৯ অক্টোবর ২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
বিদেশী অতিথিবৃন্দ,
ও উপস্থিত সুধী।

আসসালামু আলাইকুম।

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৬ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে।

জাতির পিতা যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থা (ITU)-এর সদস্যপদ লাভ করে। তিনি ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR) প্রতিষ্ঠা করেন। জাতির পিতা দেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন ড. কুদরত-ই-খুদার মত বিজ্ঞানীর হাতে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করতে তিনি বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি বিজ্ঞানী ও গবেষকদের দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু দেশে টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশের জন্য বেতবুনিয়ায় দেশের প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করেন।

সুধিবৃন্দ,

আওয়ামী লীগ দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে পুনরায় জনগণের সেবার সুযোগ পায়। আমরা সরকার গঠন করে মানুষকে উন্নত জীবনদানের প্রতিজ্ঞা করি। তারই অংশ হিসেবে আমরা টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে ঢেলে সাজাই। ফোন করলেও ১০ টাকা, ধরলেও ১০ টাকা। মোবাইল কলের সেই মনোপলি আমরা ভেঙ্গে দেই। টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি সেক্টরে ব্যাপক পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়।

২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে আমরা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা পেশ করি। জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে ২০০৯ সালে সরকার গঠন করার পর, বিএনপি-জামাতের রেখে যাওয়া সর্বত্র লুটপাটের চিহ্ন মুছে ফেলে উন্নয়নের এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করি। তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিযোগাযোগ কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য আমরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে একত্রিত করে একক মন্ত্রণালয় গঠন করি।

সুধি,

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে আমাদের সরকার বিগত সাড়ে সাত বছরে আইসিটি খাতে আমূল পরিবর্তন এনেছে। আজ দেশের প্রতিটি উপজেলা ফাইবার অপটিক কেবলের আওতায় এসেছে। যে ব্যান্ডউইডথ এর দাম ২০০৭ সালে ছিল ৭৬ হাজার টাকা, তা কমিয়ে বর্তমানে মাত্র ৬২৫ টাকায় এনেছি। ইতোমধ্যে প্রায় সব উপজেলা 3G সেবার আওতায় এসেছে। আগামী ২০১৭ সালের মধ্যেই 4G চালুর পরিকল্পনা করা হয়েছে।

দেশে আজ প্রায় ১৩ কোটির বেশি মোবাইল সিম ব্যবহৃত হচ্ছে। ৬ কোটি ৪০ লাখ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। ৫ হাজার ২৫০টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারর মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকজন ২০০ ধরণের ডিজিটাল সেবা গ্রহণ করছে। ৩ হাজার ডাকঘরেও ডিজিটাল সেবা দেওয়া হচ্ছে। কয়েকটি উন্নত দেশসহ প্রায় ৪০টি দেশে আমরা সফটওয়্যার ও আইসিটি সেবা রপ্তানি করছি।

সরকারি সেবা পেতে এখন আর মানুষকে অযথা হয়রানির শিকার হতে হয় না। লাইনে দাঁড়িয়ে ফর্ম জমা দেওয়া লাগে না। এক সময় এদেশে 'হাওয়া ভবন' সৃষ্টি করে ঘুষ বাণিজ্যকে যে প্রাতিষ্ঠানিকরূপ দেওয়া হয়েছিল, আমরা তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে তা বন্ধ করেছি। টেন্ডার বাণিজ্য বন্ধ হয়েছে। সরকারি টেন্ডারগুলো এখন ই-জিপিতে চলে গেছে।

প্রিয় সুধি,

আইসিটি ব্যবহার করে তরুণ জনগোষ্ঠীর আউটসোসিং-এর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আমরা 'লার্নিং এন্ড আর্নিং' প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। এ প্রকল্পের আওতায় ৫৫ হাজার তরুণ-তরুণীকে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে ২০ হাজার জনকে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়নের পাশাপাশি উপার্জনের পথ সুগম করতে 'বাড়ি বসে বড়লোক' কর্মসূচির আওতায় ১৪ হাজার ৭শ' ৫০জনকে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৭০ শতাংশই নারী।

কালিয়াকৈরে বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিসহ সারাদেশে আরও ২০টির মত হাই-টেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইটি ভিলেজ আমরা গড়ে তুলছি। যশোর সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে এ বছরেই পুরোদমে কার্যক্রম শুরু হবে বলে আশা করছি। কাওরান বাজারে জনতা টাওয়ারে শুরু হয়েছে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের অপারেশন। আমাদের ছেলে-মেয়েরা যাতে হাতে-কলমে কারিগরি শিক্ষা নিতে পারে সে জন্য গড়ে তুলছি আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার।

ডিজিটালাইজেশনের সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ে আমাদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। এ বিষয়ে জনসম্পদ তৈরি এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হবে। বিশেষ করে আর্থিক খাত এবং গোপনীয় বিষয়ের নিরাপত্তা যাতে কোনভাবেই বিঘ্নিত না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। ডিজিটাল সুবিধা ব্যবহার করে অপরাধ কার্যক্রম যাতে কেউ চালাতে না পারে সে ব্যবস্থাও আমাদের নিতে হবে।

তাই আমরা ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট ২০১৬ প্রণয়ন করতে যাচ্ছি। এর আওতায় বাংলাদেশে বিশ্বমানের ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন, সাইবার সিকিউরিটি এজেন্সি গঠন, সাইবার ইন্সিডেন্স রেসপন্স টিম (CERT) প্রতিষ্ঠা এবং উচ্চ পর্যায়ের ডিজিটাল সিকিউরিটি কাউন্সিল গঠন করা হবে।

বিএনপি-জামাত সরকার বিনা খরচে সাবমেরিন কেবলে সংযুক্ত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েও, নিরাপত্তার অজুহাতে তা হাতছাড়া করে। আমরা সরকার গঠন করে দেশের স্বার্থে টাকা খরচ করে সাবমেরিন কেবলে যুক্ত হই।

দেশে কোন বিকল্প সাবমেরিন কেবল না থাকায় আমরা দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলের সঙ্গে বাংলাদেশকে যুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছি। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ SEA-ME-WE-5 আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়ামে যোগদান করেছে। দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলে বাংলাদেশ প্রায় ১ হাজার ৩০০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইডথ অর্জন করবে।

আমাদের নিজস্ব স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উড্ডয়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। ২০১৭ সালে এর যাত্রা শুরুর পর নিজস্ব চাহিদা পূরণের সাথে সাথে আমরা স্যাটেলাইট ব্যান্ডউইডথ রপ্তানি করতে পারবো।

সম্মানিত সুধি,

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমরা শিক্ষাখাতকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছি। ৬ষ্ট থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ১৭টি টেক্সট বইকে ডিজিটাল টেক্সটবুক বা ই-বুকে রূপান্তর করেছি। শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে আমরা সারাদেশে ৩০ হাজার মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম স্থাপন করেছি।

আমরা সারাদেশে ২ হাজার ১টি 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' স্থাপন করেছি। আরও ৯০০টি ল্যাব প্রতিষ্ঠার কাজ শেষের পথে। ৬৪ জেলায় ৬৫টি ল্যাংগুয়েজ ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে দেশে সাড়ে ৫ হাজারেরও অধিক ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করেছি। ২০১৮ সালের মধ্যে আরও ১০ হাজার 'শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব' স্থাপন করা হবে।

আইসিটি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১৩ প্রণয়নের মাধ্যমে আমরা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এর শক্ত ভিত্তি তৈরি করেছি।

উদ্ভাবনী কর্মকান্ডকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে এবং আইটি স্টার্ট-আপ উদ্যোগকে সম্প্রসারণ করতে Innovation Design Entrepreneurship Academy (IDEA) প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি উদ্ভাবনকে গুরুত্ব দিয়ে আমরা One Thousand Innovation by 2021 নামের এক বিস্তৃত কর্মযজ্ঞও শুরু করেছি। গেমিং শিল্পে বাংলাদেশকে

বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠা করতে Skill Development For Mobile Game & Application প্রকল্পও আমরা গ্রহণ করেছি।

সুধিমন্ডলী,

প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়নে আমাদের প্রচেষ্টা বিশ্ববাসীর সুনাম অর্জনে সক্ষম হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তিতে অবদানের জন্য 'ICT For Development Award 2016' পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অন্যতম কারিগর জয়। ওর কাছ থেকেই আমি কম্পিউটার চালানো শিখেছি। মা হিসেবে এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এ পুরস্কারে আমি সম্মানিত বোধ করেছি। এ অর্জন শুধু সরকারের নয়, এ কৃতিত্ব দেশের জনগণের।

এছাড়া, আমরা ২০১১ সালে মর্যাদাপূর্ণ 'South-South Award'; ২০১৪ সালে 'South-South Cooperation Visionary Award'; 'WITSA 2014 Global ICT Excellence Award' অর্জন করি। ITU বাংলাদেশকে ২০১৪ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত, টানা ৩ বছরেই World Summit on Information Society Award এ ভূষিত করে আসছে। ২০১৫ সালে আইটিইউ আমাকেও ICT's Sustainable Development Award 2015-এ ভূষিত করেছে।

পরপর দুই মেয়াদে, ২০১০ ও ২০১৪ সালে আমরা ITU-এর কাউন্সিল মেম্বার পদে নির্বাচিত হই। এর ফলে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের জন্য টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি খাতে জোরালো ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

সম্মানিত সুধী,

বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। বর্তমানে প্রবৃদ্ধি ৭.০৫ শতাংশ। মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৪৬৬ মার্কিন ডলার। ৫ কোটি মানুষ নিম্ন আয়ের স্তর থেকে মধ্যম আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ২২.৪ শতাংশে নামিয়ে এনেছি।

৭৮ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। ২০২১ এর আগেই ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে। শিক্ষার হার ৭১ শতাংশ। পায়রা সমুদ্রবন্দর ও দেশের ১ম বারের মতো ৮ লেনের মহাসড়ক চালু করা হয়েছে। মেট্রোরেল ও বিআরটি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। জয়দেবপুর-ময়মনসিংহে ও ঢাকা-চট্টগ্রামে চার লেন চালু হয়েছে। ২০১৮ সালে পদ্মা সেতুতে যানবাহন চলবে।

আসুন, দলমত নির্বিশেষে সকলে মিলে সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা' গড়ে তুলি।

সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করে আমি 'ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৬' এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...